১২৫ বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

সম্পাদনা
বারিদবরণ ঘোষ রতনকুমার নন্দী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

125 Barshe Bangiya-Sahitya-Parishat
(A commemorative volume on 125 years of Bangiya-Sahitya-Parishat)
Edited by
Baridbaran Ghosh Ratan Kumar Nandi

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২

ISBN : 978-93-84816-89-6

ভারত সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রকের অর্থানুকূল্যে (কর্পাস ফান্ড) মুদ্রিত
Published with Financial Assistance (Corpus Fund) from
Ministry of Culture, Govt. of India
February 2022

প্রকাশক
পঙ্কজকুমার দত্ত
সম্পাদক
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
রমাপ্রসাদ দত্ত

প্রচ্ছদ রূপায়ণ
প্রিয়ব্রত ভাণ্ডারী

মুদ্রণ
অ্যাফ্রোদিতি
১/২৫৪, নাকতলা, কলকাতা-৭০০০৪৭

মূল্য : ৭০০ টাকা

সূচিপত্র

প্রথম বিভাগ
শ্রদ্ধায় স্মরণ

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক – লুই লিওটার্ড	১৯
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	রজনীকান্ত গুপ্ত	৩১
পুলিনবিহারী সেন	আচার্য যদুনাথ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ	৩৭
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও তারাশঙ্কর	৪১

দ্বিতীয় বিভাগ
বিশিষ্ট কয়েকজন পরিষৎ-সেবক

অশোক উপাধ্যায়	বিম্‌স্‌-প্রস্তাব রূপায়ণের অনুঘটক ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী	৫৫
অসীমা হালদার	সক্রিয় কর্মী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৬২
বৃন্দাবনচন্দ্র কুণ্ডু	স্থিতপ্রজ্ঞ দার্শনিক, আইনজ্ঞ হীরেন্দ্রনাথ	৬৯
পার্থপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়	বৌদ্ধগান ও দোহার আবিষ্কর্তা, ভারততত্ত্ববিদ্‌ হরপ্রসাদ	৮৮
অভ্র ঘোষ	পরিষদের কৃত্যনির্দেশক রবীন্দ্রনাথ	৯৯
প্রবীরকুমার বৈদ্য	'মাতৃমন্দির'-এর সেবক রামেন্দ্রসুন্দর	১১৬
বারিদবরণ ঘোষ	পরিষৎগতপ্রাণ ব্যোমকেশ মুস্তফি	১২৮
মনোরঞ্জন সরদার	'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'-এর আবিষ্কারক বসন্তরঞ্জন	১৩৫
সায়ন্তন মজুমদার	বাসভূমিদাতা মণীন্দ্রচন্দ্র	১৫৩
প্রবীর মুখোপাধ্যায়	বিশ্বকোষ-সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ	১৭৭
প্রসাদরঞ্জন রায়	বৈজ্ঞানিক-প্রশাসক আচার্য জগদীশচন্দ্র	১৯৪
শ্যামল চক্রবর্তী	পরিষৎপ্রেমী বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	২০৩
নির্মলকুমার নাগ	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	২১৩

'মাতৃমন্দির'-এর সেবক রামেন্দ্রসুন্দর

প্রবীরকুমার বৈদ্য

> রামেন্দ্রসুন্দর দেশহিতের জন্য তিনটি অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, একটি সাহিত্য পরিষৎ, একটি সাহিত্য সম্মিলন, আর একটি সাহিত্য পরিষদের মন্দির।[১]
>
> রামেন্দ্রসুন্দরকে সাহিত্য-পরিষদের কর্ণধার বলিলে কিছুই বলা হয় না। তিনি পরিষদের প্রাণ-স্বরূপ ছিলেন। পরিষদের উন্নতি ও উত্তরোত্তর গৌরব-বৃদ্ধির নিমিত্ত তিনি যে কত যত্ন করিতেন তাহা স্মরণ করিলে মনে হয় পরিষদের তুল্য প্রিয় সামগ্রী তাহাঁর আর কিছু ছিল না।[২]

রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর (১৩২৬) পর বিভিন্ন সময়ে কথাগুলি বলেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। উভয়ের সঙ্গেই রামেন্দ্রসুন্দরের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বের। সেই সম্পর্কের খাতিরেই তাঁরা এ ধরনের মন্তব্য করেছেন, এমন নয়। আসলে রামেন্দ্রসুন্দরের কর্মজীবনের পরতে পরতে পরিষদের সংযুক্তি ছিল। তাই তাঁর মৃত্যুতে এই ধরনের মন্তব্য যে খুবই প্রাসঙ্গিক, তা বলাই বাহুল্য।

পরিষৎ প্রতিষ্ঠার প্রায় সূচনালগ্ন থেকে রামেন্দ্রসুন্দর (২০ আগস্ট ১৮৬৪-৬ জুন ১৯১৯) এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ শ্রাবণ (১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুলাই) 'দি বেঙ্গল একাডেমি অফ লিটারেচার' নামে যে প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল, ১৩০১-এর ১৭ বৈশাখ নাম বদল করে তার পরিচয় হয় 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ'। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুলাই (১৪ শ্রাবণ ১৩০১ বঙ্গাব্দ) রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। যদিও এর কয়েকমাস আগে থেকেই পরিষদের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল রজনীকান্ত গুপ্তের মাধ্যমে। ১৩০৭-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা *সাহিত্য* পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দর স্বয়ং জানিয়েছেন— 'ছয় বৎসর পূর্ব্বে আমি তাঁহার সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলাম। তদবধি পরিষদের সম্পর্কীয় সকল কার্য্যসম্পাদনেই আমি তাঁহার সহচর ছিলাম।'[৩] ১৩০১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে পরিভাষা সম্পর্কে একটি সমিতি গঠিত হয়েছিল। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরও সেই সমিতির সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর পরেই ১৩০১-এর কার্তিক সংখ্যা *পরিষদ-পত্রিকা*-য় রামেন্দ্রসুন্দরের 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' প্রবন্ধটি ছাপা হয়।

এভাবে রামেন্দ্রসুন্দরের মাধ্যমে *সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা*-য় পরিভাষাচর্চার সূচনা হয়েছিল, তার রেশ চলেছিল দীর্ঘদিন ধরে। ১৩০১ বঙ্গাব্দের চতুর্থ অধিবেশনে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রস্তাবকে মান্যতা দিয়ে গঠিত হয় গ্রন্থশালা, যা বর্তমানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম গৌরবের বস্তু।

১৩০১ বঙ্গাব্দের ৪ আষাঢ় (১৭ জুন ১৮৯৪) পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে সংশোধিত নিয়মাবলি অনুযায়ী, প্রথম অধিবেশনে (১৭ বৈশাখ ১৩০১) গৃহীত প্রস্তাব কিছুটা সংশোধন করে কার্যনির্বাহক সমিতি পুনর্গঠিত করা হয়। সে সময় লুই লিওটার্ডের সঙ্গে ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তীর বদলে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। লিওটার্ড ১৯ কার্তিক ১৩০১ তারিখে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ অধিবেশনে পদত্যাগ করেন। পরবর্তী অধিবেশনে (২৪ অগ্রহায়ণ ১৩০১, ৯ ডিসেম্বর ১৮৯৪) লিওটার্ডের জায়গায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে 'অন্যতর সম্পাদক' হিসাবে নির্বাচন করা হয়। তিনি কয়েক মাসের জন্য এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এরপর থেকে আমৃত্যু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পরিষদের নানাবিধ দায়িত্ব পালন করেছেন। পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতিতে তিনি যে পদেই থাকুন না কেন, এই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রায় পঁচিশ বৎসরের কার্যকালে তিনি যেসব দায়িত্ব পালন করেছেন—

১৩০১, ২৪ অগ্রহায়ণ	অন্যতর সম্পাদক
১৩০২-৩	কার্য্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য
১৩০৪-৫	আয়ব্যয়-পরীক্ষক
১৩০৬-১০	পত্রিকাধ্যক্ষ
১৩১১-১৮	সম্পাদক
১৩১৯	অসুস্থতাবশত সাময়িকভাবে অবসর গ্রহণ
১৩২০-২১	কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য
১৩২২	সহকারী সম্পাদক
১৩২২, ৩১ ভাদ্র-১৩২৩	সহকারী সভাপতি
১৩২৪-২৫	পত্রিকাধ্যক্ষ
১৩২৬, ১৮-২৩ জ্যৈষ্ঠ (৬ দিন)	সভাপতি

পরিষৎ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজেই রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন উৎসাহী এবং অগ্রণী; তাঁকে বাদ দিয়ে কোনো কাজ সম্পন্ন হত না। ১৩০২ বঙ্গাব্দে পরিষদের কার্যনির্বাহী সমিতির আটজন সদস্যের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। তবুও তিনি দায়িত্ব পালনে অন্যদের অতিক্রম করে গেছেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলা ভাষায় বিবিধ পরিভাষা রচনায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। রাসায়নিক পরিভাষা নির্মাণের জন্য কোনো সমিতি না থাকায় তিনি স্বেচ্ছায় সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এ সময়ে তিনি নিজে যেমন পরিভাষা নিয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন, তেমন অন্যদের দিয়েও প্রবন্ধ লিখিয়েছেন। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*-র বিভিন্ন সংখ্যায় পরিভাষা সম্পর্কে তাঁর রচিত কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। পরিভাষা বিষয়ক সমিতির দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বেই *পরিষদ-পত্রিকা*-র প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় তিনি লিখেছিলেন— 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' নামে একটি প্রবন্ধ। একই বছরের পরের সংখ্যায় (১/৩) তাঁর রচিত 'উপস্থিত

বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরিভাষালেখকের বক্তব্য' প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়। পরবর্তীকালে রামেন্দ্রসুন্দর *পরিষৎ-পত্রিকা*-র জন্য পরিভাষা বিষয়ক যে প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন সেগুলি হল— 'রাসায়নিক পরিভাষা' (২/২), 'ভৌগোলিক পরিভাষা' (৬/৪), 'শরীর বিজ্ঞান পরিভাষা' (১৭/৪)।

১৩০২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি গঠিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর সেই সমিতির সদস্য হয়েছিলেন। এ সময়ে তিনি পরিষৎ থেকে প্রাচীন পুথি-আশ্রিত গ্রন্থগুলি প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁরই সহায়তায় *কৃত্তিবাসী রামায়ণ* প্রকাশিত হয়েছিল। *পরিষৎ-পত্রিকা*-য় তিনি নিজে লিখেছেন— 'গৌরীমঙ্গল' (৩/১) এবং 'কাশীরাম দাসের বংশ পরিচয় ও কালনির্ণয়' (৬/১), 'কাশীরাম দাস' (৮/১) শীর্ষক দুটি প্রবন্ধ। আজ আমরা যে পুথিনির্ভর প্রাচীন গ্রন্থগুলি ছাপার হরফে পড়ার সুযোগ লাভ করেছি, তার মূলেও ছিল এই মনীষীর ভূমিকা।

পুথিচর্চা, প্রাচীন পুথির সংগ্রহ এবং প্রকাশের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের ছাত্র ও অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কালজয়ী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি নিজে পুথি সংগ্রহ করেছেন, পুথি সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*-য় তাঁর লেখা পুথিবিষয়ক প্রবন্ধগুলির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। *পরিষৎ-পত্রিকা*-য় তাঁর রচিত পুথিবিষয়ক প্রবন্ধের তালিকায় আছে— 'বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ' (৫/৪), 'বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ' (৭/২), 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' (৮/১)। আলোচনা করেছেন 'গৌরীমঙ্গল' (৩/১) সম্পর্কে। বাংলা সাহিত্যের উন্নয়নে সাহিত্য পরিষদের ভূমিকা কী হবে, সে সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অভিমত ব্যক্ত হয়েছে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চদশ বার্ষিক কার্যবিবরণীতে—

> ...ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন-সাহিত্য, গ্রাম্যসাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইবে অথবা যে কোনো নূতন তত্ত্ব আলোচনা যোগ্য হইবে, তাহা যতই সংক্ষিপ্ত হউক না, পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

ভারতী বৈশাখ ১৩১২ সংখ্যায় 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' নামের একটি প্রবন্ধে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে দেশবাসীর কাছে অনুরোধ করেছিলেন— 'পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দিন;... পরিষৎ ভিক্ষুক, পরিষৎ তাঁহাদিগকে বেতন দিবার ক্ষমতা রাখেন না, তাঁহারা দয়া করিয়া পরিষৎকে ভিক্ষা দিন।'[৪] রামেন্দ্রসুন্দর নিজেও তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের পঁচাত্তর(৭৫)টি বাংলা পুথি পরিষদের পুথিশালায় দান করেছিলেন। এ ছাড়াও ফারসি ভাষায় লেখা অপূর্ব অলংকরণ সমৃদ্ধ *শাহনামা*-র একটি দুর্লভ পুথি পরিষৎকে দিয়েছিলেন।

মুখ্যত বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নের অভিপ্রায়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গঠিত হয়েছিল। এজন্য পুথি সংগ্রহ ও প্রকাশ, বাংলা পরিভাষা নির্মাণ, মুখপত্রে বাংলা ভাষায় নানাবিধ প্রবন্ধ প্রকাশের মধ্যেই পরিষদের কাজকর্ম আবদ্ধ থাকেনি। শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা বাংলাকে ব্যবহারের ক্ষেত্রেও রামেন্দ্রসুন্দর গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। ১৩০৩ বঙ্গাব্দে, যখন তিনি কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য, তখন সহ-সভাপতি নবীনচন্দ্র সেনের প্রস্তাবে প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষাপ্রণালীর সংশোধনের জন্য তিনি পরিষদের পক্ষে একটি আবেদনপত্র তৈরি করেছিলেন। ১৩০২ ও ১৩০৩ বঙ্গাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্য পরিষৎ থেকে চেষ্টা করা হয়েছিল। তাতেও গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। অবশ্য এই উদ্যোগ সফল হয়নি। রজনীকান্ত গুপ্ত বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনার প্রস্তাব করলে রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান বিষয়ে গ্রন্থ রচনার ভার স্বয়ং গ্রহণ করেছিলেন। প্রসঙ্গত *সাহিত্য-পরিষৎ-*

পত্রিকা-য় পঞ্চম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় তাঁর রচিত 'বাঙ্গালার আদি রসায়ন গ্রন্থ' প্রবন্ধটির কথা স্মরণ করা যায়। উল্লেখ্য বিবিধ বিষয় অবলম্বনে *পরিষৎ-পত্রিকা*-য় রামেন্দ্রসুন্দর আরো অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন, যার একটা অংশ অধিকার করে আছে ব্যাকরণ বিষয়ক আলোচনা।

শুরু থেকে পরিষদের কার্যালয় ছিল শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের ভবনে। ১৩০৬-এর ফাল্গুনে এক বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীসহ দশজন সদস্য কার্যালয় স্থানান্তরের প্রস্তাব করেন। প্রথমে কয়েকজন আপত্তি করলেও পরে সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্থানান্তরিত হয় ১৩৭/১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের ভাড়াবাড়িতে। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে ভাদ্র ১৩০৩-এ পরিষদের কার্যালয় বিনয়কৃষ্ণ দেবের গ্রে স্ট্রিটের বাড়িতে স্থানান্তরিত হলেও স্থানাভাবে পরিষদের অধিবেশন হত ১০৬/১ গ্রে স্ট্রিটের বাড়িতে। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে ঠিকানা পরিবর্তিত হলেও স্থানাভাবজনিত সমস্যার সমাধান হল না। এই সময় থেকেই রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের নিজস্ব কার্যালয় তৈরির জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ব্যোমকেশ মুস্তফি। কিন্তু নিজস্ব ভবন তৈরির জন্য জমি ও অর্থ পরিষদের ছিল না। এই সমস্যার সমাধানের জন্য রামেন্দ্রসুন্দর, নগেন্দ্রনাথ বসু, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রজনীকান্ত গুপ্ত ও আরো কয়েকজনকে নিয়ে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কাছে গিয়ে তাঁদের সমস্যার কথা জানান। সব শুনে মণীন্দ্রচন্দ্র হালসিবাগানে আপার সার্কুলার রোডের উপর (বর্তমানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড) পাঁচ কাঠা জমি পরিষৎকে দান করেন। পাঁচ কাঠা জমি ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে কম হতে পারে বিবেচনা করে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কাছে গিয়ে আরো কিছু পরিমাণ জমি দান করার জন্য আবেদন করলে কাশিমবাজারের মহারাজা জমির পরিমাণ বাড়িয়ে সাত কাঠা করে দেন। ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে (২০ আগস্ট ১৯০১) জমি রেজিস্ট্রি করা হল। পরিষদের যে পাঁচ সদস্য নিয়ে 'ন্যাসরক্ষক সমিতি' (Trustee) গঠিত হল তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, শরৎকুমার রায়, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। বর্তমান ২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডে অবস্থিত পরিষদের নিজস্ব ভবনে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২১ অগ্রহায়ণ, রবিবার, বিকেল চারটেয়।[৫]

উল্লেখ্য এই সময় পর্যন্ত রামেন্দ্রসুন্দর এককভাবে সম্পাদক নির্বাচিত হননি। তিনি ছিলেন পত্রিকাধ্যক্ষ। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তিনি নিজে কোন পদে আছেন, সেটা বিবেচনা না করে পরিষদের উন্নয়নে অপরিহার্য ব্যক্তিদের নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে এই কাজ করেছেন। নিজে মুর্শিদাবাদের মানুষ ও জমিদার বাড়ির সন্তান। মুর্শিদাবাদের এই ভূমিপুত্র কাশিমবাজার, লালগোলার রাজাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজের প্রভাব খাটিয়ে ভবন নির্মাণের অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। পরিষদের উন্নয়নে ভবন নির্মাণের অর্থ সংগ্রহ ও গ্রন্থ প্রকাশের ব্যয় নির্বাহের জন্য লালগোলার রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়, মুর্শিদাবাদ-নিবাসী শ্রীনাথ পাল, দীঘাপতিয়ার রাজা শরৎকুমার রায়, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর প্রমুখের কাছ থেকে অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল।

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের এই প্রয়াস এখানেই থেমে যায়নি। ১৩১১ থেকে ১৩১৮ তিনি পরিষদের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ রূপে পরিচিতি অর্জনের পর প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। রমেশচন্দ্র দত্ত ৩০ নভেম্বর ১৯০৯ (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) তারিখে প্রয়াত হন। এবছর ভাগলপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন হয়, ১-৩

ফাল্গুন ১৩১৬ বঙ্গাব্দে। এই অধিবেশনে পরিষৎ-সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রস্তাব করেন—

> বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে যে 'সারস্বত ভবন' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইয়াছিল, এই অধিবেশনও সেই প্রস্তাব পুনঃ সমর্থন করিতেছেন এবং এই সম্মিলন ইচ্ছা করেন যে, ঐ 'সারস্বত ভবন' স্বর্গীয় রমেশচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপে 'রমেশচন্দ্র সারস্বত ভবন' নামে প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষের নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করা হইবে।*

রমেশ ভবন নির্মাণের জন্য মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী আরো সাত কাঠা জমি দান করেন ১৩২১ বঙ্গাব্দে। তখন রামেন্দ্রসুন্দর কার্যনির্বাহী কমিটির একজন সাধারণ সদস্য। তবু নতুন করে এই ভূমি সংগ্রহে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। লর্ড কারমাইকেল ১৩২৩ বঙ্গাব্দে রমেশ ভবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দুঃখের বিষয় ১৩৩১ বঙ্গাব্দে যখন ভবন নির্মাণ শেষ হয়, তখন রামেন্দ্রসুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

পূর্বের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কে দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর স্থাপন করার জন্য রামেন্দ্রসুন্দরের প্রয়াসের অন্ত ছিল না। তিনি পরিষদের নিজস্ব ভবন (তখন শ্রদ্ধা সহকারে বলা হত পরিষদ মন্দির) নিজেদের ভূমিতে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেছিলেন। বাইরের এই গঠনমূলক কাজের সঙ্গে পরিষদের মননশীল সাধনার ধারাকে অব্যাহত রাখতে প্রকল্প গ্রহণ করেছেন; যাতে নিজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন এবং অন্যদেরও যুক্ত করেছেন। পরিষদের মুখপত্র নিয়মিত প্রকাশ, *পরিষৎ-পত্রিকা*-য় লেখা প্রকাশ, পরিভাষা সংক্রান্ত কাজকর্ম, ব্যাকরণচর্চা, শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব গ্রহণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দান— অর্থাৎ সর্ববিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দর যুক্ত ছিলেন। গ্রন্থশালা, পুথিশালা, চিত্রশালা-জাতীয় উপসমিতি গঠনে এবং উন্নয়নে তাঁর ভূমিকা ইতিহাসে স্থানলাভ করেছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন— '১৩১৫ সালের ২১এ অগ্রহায়ণ (৬ ডিসেম্বর ১৯০৮) নবনির্ম্মিত মন্দিরে পরিষদের গৃহ-প্রবেশ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সে দিন রামেন্দ্রসুন্দরের আনন্দবিহ্বল মূর্ত্তি ভুলিবার নহে; তিনি প্রাণের কামনা ব্যক্ত করিয়া ঐ বৎসরের কার্য্যবিবরণীতে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

> সাহিত্য-পরিষদের নূতন মন্দির বঙ্গের সাহিত্যসেবকগণের সম্মিলনকেন্দ্রস্বরূপ স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহারা এই কেন্দ্রস্থলে সমবেত হইয়া সাহিত্যের উন্নতিকল্পে আলাপ ও পরামর্শ করিবার ও পরস্পর আত্মীয় সম্পর্কে আবদ্ধ হইবার সুযোগ পাইবেন। জ্ঞানান্বেষিগণ এই মন্দিরে উপবিষ্ট হইয়া নব নব তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত রহিবেন, এবং দেশমধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার দ্বারা স্বদেশকে উন্নতিমার্গে প্রেরণ করিবেন। (১৫শ সাংবৎসরিক কার্য্য বিবরণী)।

১৩১১-য় সম্পাদকের পূর্ণ দায়িত্ব পেয়ে রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের উন্নতির জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। 'একাদশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণী'তে লেখা হয়—

> একাদশ বর্ষে সর্ব্ববিষয়ে পরিষদের বিশেষ উন্নতি লাভ হইয়াছে।
>
> ১. আয়বৃদ্ধি : সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য পরিষদের উদ্দেশ্য ও পরিষদের সম্পাদিত কার্য্যবিবরণ আলোচ্যবর্ষে সাধারণকে নানারূপে জানাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহার ফলে, অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরিষৎকে অর্থ সাহায্য করিতেছেন।
>
> ২. সভ্যবৃদ্ধি : পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় আলোচ্যবর্ষেও সকল শ্রেণী হইতেই ইহার সভ্য

সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে। যে কারণে আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই কারণে সভাসংখ্যাও বাড়িতেছে। আলোচ্যবর্ষে সভ্যের মধ্য হইতে অতি অল্প লোকই সভ্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাও পরিষদের উন্নতির এবং পরিষদের প্রতি সাধারণের প্রীতি বৃদ্ধির অন্যতম লক্ষণ বলিতে হইবে।

৩. পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্রের পরিধি বিস্তার : এই বৎসর পরিষদের জীবনে নূতন পরিচ্ছেদের আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে পরিষৎ বিস্তৃততর কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এতদিন পরিষদের কার্য্য মুখ্যতঃ ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় আবদ্ধ ছিল। সম্প্রতি বঙ্গ দেশের পুরাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ভৌগোলিকতত্ত্ব প্রভৃতিও যাহাতে পরিষদের আলোচ্য হয়, তজ্জন্য চেষ্টার আরম্ভ হইয়াছে। বিভিন্ন জেলায় শাখা সভার স্থাপন দ্বারা ও মফঃস্বলের অধিবাসী কলেজের ছাত্রদিগের সাহায্য দ্বারা বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালী জাতির সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ চলিতে পারে কিনা, পরিষৎ আপাততঃ তাহা পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এজন্য পরিষৎ যাহা করিয়াছেন, তাহার বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া হইল। আশা করা যায়, পরিষদের এই পরীক্ষা সফল হইবে এবং আগামী বর্ষের কার্য্য বিবরণীতে পরিষৎ তাহার এই নবজীবন সূচনার, নূতন উদ্যমের ও নূতন অধ্যবসায়ের ফলপ্রাপ্তির সংবাদ ঘোষণা করিতে সমর্থ হইবে। পরিষৎ যে চেষ্টা করিয়া দেশের কৃতবিদ্য, ধনী ও মানীর নিকট বঙ্গীয় সাহিত্যের হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাদের স্নেহ, শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিতেছেন, ইহাই ইহার পক্ষে শ্লাঘার বিষয় এবং ইহা হইতেই বুঝা যায়, দেশের লোকও দিন দিন ইহার উপযোগিতা বুঝিতে পারিতেছেন এবং ইহার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেছেন।

৪. কার্য্য-পরিচালনের সুব্যবস্থা : পরিষদের কার্য্য-পরিচালনের সুব্যবস্থার উদ্দেশ্যে পরিষৎ ব্যয় স্বীকার করিয়া আরো একজন কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছেন এবং কার্য্যালয় সংক্রান্ত নূতন নিয়ম প্রণয়নদ্বারা ও নিয়মানুসারে কার্য্য-পরিচালনা দ্বারা যাহাতে পরিষদের যাবতীয় কার্য্য সুনিয়তভাবে ও সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন।[৯]

এর আগে পরিষৎ কার্যালয়ের কর্মচারীদের ছুটির নির্দিষ্ট কোনো ব্যবস্থা ছিল না। সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর এ নিয়ে কতকগুলি নিয়মের খসড়া তৈরি করেন এবং একাদশ বর্ষের চতুর্থ অধিবেশনে তা পেশ করেন। বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য একটি শাখা সমিতি গঠিত হয়। এই শাখা সমিতিতে ছিলেন বৈকুণ্ঠনাথ বসু, মন্মথমোহন বসু এবং নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। শেষ পর্যন্ত রামেন্দ্রসুন্দরের প্রস্তাবিত কার্যালয় সংক্রান্ত নিয়মাবলি চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। এই নিয়মাবলি অনুসারে প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার পরিষৎ বন্ধ থাকার সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়। বিভিন্ন তিথি এবং উৎসব উপলক্ষ্যে বছরে ত্রিশ দিন পরিষদে ছুটি থাকবে। নিয়মাবলিতে নির্দিষ্টভাবে উপলক্ষ্যগুলি উল্লেখ করা হয়। কর্মীরা বৎসরের মধ্যে পনেরো দিন অনুপস্থিত থাকতে পারবেন। ছুটির জন্য কর্মচারীদের কারণ দেখিয়ে সম্পাদকের কাছে পত্রদ্বারা আবেদন করতে হবে। পূর্ণ সময়ের কর্মীরা দিনে কমপক্ষে কত ঘণ্টা কাজ করবেন, সেকথাও উল্লেখ করা হয়েছিল। এই নিয়মাবলির দশ এবং এগারো সংখ্যক ধারায় বলা হয়েছিল—

১০. কর্ম্মচারীরা দৈনিক কর্ম্মের সংক্ষিপ্ত ডায়েরি রাখিবেন।

১১. সম্পাদক বিবেচনামত তাঁহার ক্ষমতার অংশবিশেষ অবৈতনিক ও বৈতনিক সহকারী সম্পাদকের হস্তে ন্যস্ত করিতে পারিবেন।

একাদশ বর্ষের চতুর্থ অধিবেশনে, অর্থাৎ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করার অল্প সময়ের মধ্যেই এভাবে নিয়মাবলি তৈরি করে পরিষদের কাজ-কর্মকে রামেন্দ্রসুন্দর একটি নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন।

১৩১১-য় রামেন্দ্রসুন্দর যখন পরিষদের সম্পাদকের পদ সবেমাত্র গ্রহণ করেছেন সারা বাংলাদেশ জুড়ে নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে এক আন্দোলন উপস্থিত হয়। ১৯০৪-এর ৭ ফেব্রুয়ারি বঙ্গদেশের সরকার ছশো আটান্ন নম্বর রেজোলিউশনে বাংলাদেশের নিম্নশিক্ষা প্রণালীর পরিবর্তনের প্রস্তাব আনে। বলা হয়, বাংলাদেশের কৃষক বালকদের শিক্ষার জন্য ইংরেজি ভাষায় গ্রন্থ রচনা করে ওই গ্রন্থ বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ করা হবে। সরকার এই প্রস্তাব সম্পর্কে সাধারণের মতামত জানার জন্য ১৫ মার্চ পর্যন্ত সময় দেয়। পরিষৎ কর্তৃক ৭ ফাল্গুন তারিখের অধিবেশনে সরকারের ওই প্রস্তাব বিবেচনার জন্য যে শাখা সমিতি নির্বাচিত হয়, সেই শাখা সমিতির নির্ধারিত আবেদনপত্র পরিষৎ অনুমোদন করে সরকারের কাছে প্রেরণ করে। ১৫ মার্চ-এর মধ্যে সাধারণের মত প্রেরণ অসম্ভব বুঝে সময় বাড়ানোর জন্য ছোটোলাট বাহাদুরের কাছে ডেপুটেশন পাঠাবার প্রস্তাব হয়। সেই মতো ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, বেঙ্গল ল্যান্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ— এই তিন সভা সম্মিলিত ভাবে ছোটোলাটের কাছে এই প্রস্তাব প্রেরণ করে। ডেপুটেশনে রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সীতানাথ রায় বাহাদুর, প্রাণশঙ্কর চৌধুরী ও আশুতোষ চৌধুরী তিন সভার প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের প্রার্থনায় সাধারণের মত জানানোর বিষয়টি এক মাস পিছিয়ে ১৫ এপ্রিল করা হয়। ছোটোলাটের এই অনুগ্রহের জন্য সাহিত্য পরিষৎ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

এই বিষয়ে গুরুত্ব বিবেচনা করে পরিষৎ-সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ২০ ফাল্গুন ১৩১১-য় পরিষৎ-গৃহে কলকাতার সংবাদপত্র-সম্পাদকদের, প্রধান প্রধান সভা-সমিতির প্রতিনিধি ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আহ্বান করেন। সভার প্রস্তাবানুসারে ২৭ ফাল্গুন জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইনস্টিটিউশনে এক সাধারণ সভার ডাক দেওয়া হয়। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সফলতার সদুপায়' নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তিনি বঙ্গভাষা ব্যবচ্ছেদের তীব্র প্রতিবাদ করেন। এ প্রসঙ্গে ১৩২৬-এর *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*'র প্রথম সংখ্যায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র লেখেন—

> সেই হইতে প্রাথমিক এবং উচ্চ-শিক্ষায় বঙ্গভাষার প্রচলন সম্বন্ধে রামেন্দ্রবাবু পরিষদের মধ্য দিয়া নানা চেষ্টার অবতারণা করেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বঙ্গভাষাই বাঙ্গালীর জাতীয় শিক্ষার স্বাভাবিক দ্বারস্বরূপ। মাতৃভাষাকে বর্জ্জন করিয়া, কষ্টসাধ্য বিদেশীয় ভাষাকে আশ্রয় করিলে জ্ঞানের সাফল্য লাভ হইতে পারে না। মন্ত্র যেরূপ ধীরোদাত্ত প্রভৃতি স্বর-সংবলিত না হইলে কার্য্যকর হয় না, জ্ঞানও সেইরূপ মাতৃভাষার পুণ্য অঙ্কে পুষ্ট না হইলে ফলোপধায়ক হয় না। রামেন্দ্রবাবু ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন; তিনি ইংরেজি পদার্থবিদ্যা ও রসায়নতত্ত্বে যথেষ্ট কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই দেশ-প্রথিত জ্ঞান-গরিমার দ্বারা নিজের প্রতিষ্ঠা বাড়াইবার পূর্ব্বে তিনি

তাঁহার দেশের লোকের ও দেশের সাহিত্যের সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানাগারে নূতন নূতন গবেষণার দ্বারা বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিব, এ চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। কিসে মাতৃভাষাকে সৌষ্ঠব-মণ্ডিত করিব, বঙ্গসাহিত্যকে পুষ্ট করিয়া দেশীয় শিক্ষার শুষ্ক-প্রায় মূলকে সঞ্জীবিত করিব, বিশ্বের বিজ্ঞান-দর্শনকে মাতৃভাষার সুধাসিক্ত করিয়া দেশের লোকের মধ্যে পরিবেষণা করিয়া দিব, ইহাই তাঁহার সাধনার বিষয় ছিল এবং এই সাধনার মধ্যে যে ত্যাগস্বীকারের মহিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার কনক-কিরণে বহু দিন পর্য্যন্ত বঙ্গের সাহিত্য-গগন ভাস্বর হইয়া রহিবে। আজ যে বঙ্গভাষার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে সাহিত্য-পরিষদের কৃতিত্ব কতখানি এবং সেই কৃতিত্বের কতখানি রামেন্দ্রবাবুর, তাহার হিসাব-নিকাশ করা কঠিন।'

কুণ্ডী-সদ্যঃপুষ্করিণী-র জমিদার সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ১৩১১-র ১৬ ফাল্গুন প্রস্তাব দেন যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রসার বৃদ্ধি এবং বাংলার ঐতিহাসিক উপকরণ ও প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য প্রতি জেলায় একটি করে শাখা-সভা স্থাপিত হোক। ঠিক এই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও পরিষদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃতির জন্য নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং সেইমত ব্যোমকেশ মুস্তফি মফস্‌সলের সাহিত্য-সমিতিগুলির সঙ্গে পরিষদের সংযোগের জন্য বিভিন্ন জায়গায় চিঠিপত্র পাঠান। এই উভয় প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ১৩১১-র ৬ চৈত্র পরিষদে একটি বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন রামেন্দ্রসুন্দর। আলাপ আলোচনার পর সভা উভয় প্রস্তাবই গ্রহণ করে। তবে আপাতত পরিষদের প্রথম শাখা-সভা করার ব্যাপারে রংপুরকেই বেছে নেওয়া হয় (বৈশাখ ১৩২২)।

রংপুরের পাশাপাশি ভাগলপুরের কয়েকজন উৎসাহী যুবকের তৎপরতায় এখানেও শাখা-সভা গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। 'ভাগলপুর সাহিত্য-সভা' নামে একটি সমিতি দীর্ঘদিন ধরেই একটি লাইব্রেরির অভাব অনুভব করছিলেন। সেইমতো হরেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে সমিতির লোকজন দেখা করেন এবং লাইব্রেরি গঠনের প্রস্তাব দেন। হরেন্দ্রলাল রায় তখন তাঁদের সাহিত্য-সভার কার্যক্ষেত্র বড়ো করার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর শাখা হিসাবে তাঁদের যুক্ত করার প্রস্তাব দেন। সাহিত্য-সভার লোকজন সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে চিঠি পাঠান যাতে ভাগলপুরে একটি শাখা-পরিষৎ গঠিত হতে পারে। রামেন্দ্রসুন্দর তাতে উৎসাহ প্রকাশ করেন এবং প্রস্তাবে সম্মতি জানান।

ভাগলপুরের মতো ঠিক একইভাবে রাজশাহি সাহিত্য সভাও পরিষদের শাখা হিসাবে নিজেদের যুক্ত করতে আগ্রহী হয়। রাজশাহির শশধর রায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ব্রজসুন্দর সান্যাল ও প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য প্রমুখ পাঁচ ছয়জন সাহিত্যসেবক মিলে পরিষদের কাছে এই প্রস্তাব পাঠান। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তফির তৎপরতায় ও সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দরের আগ্রহে ১৩১২-র ভাগলপুর সাহিত্য-সভাকে পরিষদের শাখারূপে গণ্য করার বিষয় আলোচিত হয় এবং এই বছরের শ্রাবণে শাখা-সভা আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এর বছর কয়েকের মধ্যে রাজশাহি ময়মনসিংহ শাখা, বারাণসী শাখা, মুর্শিদাবাদ শাখা প্রভৃতি শাখা গঠিত হয়। এর পাশাপাশি শাখা সমিতিগুলিরও পুনর্বিন্যাস ঘটে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি, পরিভাষা সমিতি, ভাষাবিজ্ঞান সমিতি, শব্দসমিতি ও গ্রন্থরচনা-সমিতিকে ভেঙে রামেন্দ্রসুন্দর দুটি সমিতি তৈরি করেন— পরিভাষা সমিতি ও শব্দসমিতি।

পরিভাষা নিয়ে প্রথম থেকেই রামেন্দ্রসুন্দর গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*-য় তা প্রকাশিত হয়েছে ধারাবাহিকভাবে। বিজ্ঞান, ভাষা, সাহিত্য সেখানে অবস্থান করেছে পাশাপাশি। সম্পাদক হিসাবে আয়োজন করেছেন বৈজ্ঞানিক বক্তৃতামালার। রামেন্দ্রসুন্দরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন সময়ে পরিষদে বক্তৃতা করেছেন বনওয়ারিলাল চৌধুরী, ইন্দুমাধব মল্লিক, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, যদুনাথ সরকার, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, চুনীলাল বসু প্রমুখ।

পরিষৎ সংশ্লিষ্ট রামেন্দ্রসুন্দরের কর্মকাণ্ডের অপর একটি দিক হল বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলন। ১৩১২ বঙ্গাব্দে যখন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব করা হয়, তখন রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক। বিষয়টি নিয়ে অকৃত্রিম সুহৃদ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করেছিলেন। এসময় তাঁরা অনুভব করেছিলেন জাতীয় ভাষা ও জাতীয় ঐক্যবন্ধন দৃঢ় করার জন্য প্রতি বছরে বাংলার বিভিন্ন নগরে সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যবস্থা করা দরকার। এই সম্মিলনে বাংলার প্রাদেশিক ভাষা, সাহিত্য, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। পরিষদের ১৩১২ বঙ্গাব্দের কার্যবিবরণীতে এর উল্লেখ আছে। সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর সেখানে লিখেছেন – 'স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভে গত ভাদ্র মাসে টাউন হলে পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি ঐ প্রস্তাব সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া সাহিত্য-পরিষৎকে ঐরূপ বার্ষিক সম্মিলনের আয়োজন করিতে অনুরোধ করেন।' রামেন্দ্রসুন্দর ও ব্যোমকেশ মুস্তফির ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৭-১৮ কার্তিক, ১৩১৪ কাশিমবাজারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে নিয়মিতভাবে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হয়েছে।

সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম থেকেই যুক্ত থেকেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে ছিল তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। তবে বন্ধু হিসাবে নয় একজন প্রতিভাবান কবিকে সংবর্ধনা দিতে রামেন্দ্রসুন্দরের তৎপরতা ছিল দেখার মতো। রবীন্দ্রনাথ তখনও নোবেল পুরস্কার পাননি কিন্তু বাংলা সাহিত্যকে যেভাবে তিনি সেবা করে চলেছেন সেই কথা মাথায় রেখে পরিষদের কর্মকর্তারা ঠিক করেন রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধিত করার। এজন্য ১৩১৭-এর শেষ দিকে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতি সাহিত্য-পরিষৎকে এই কাজের ভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। সেই অনুসারে ১৪ মাঘ রবীন্দ্রনাথের একান্নতম জন্মতিথি পালিত হয় টাউন হলে। সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ থেকে কবিবরকে একটি অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয় যেটি তৈরি করেন রামেন্দ্রসুন্দর, সভায় সেটি পাঠও করেন তিনি।

১৩১১ থেকে ১৩১৮ এই আট বছর রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। সম্পাদক হিসাবে তাঁর কাজের খতিয়ান ধরা আছে মাসিক ও বার্ষিক কার্যবিবরণীতে। ১৩১৮-য় সম্পাদক পদ ত্যাগ করার সময়ে যে বিবৃতিটি রামেন্দ্রসুন্দর দিয়েছেন তার সামান্য অংশ এখানে তুলে ধরা হল–

> বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের জীবনের আঠার বৎসর কাল অতীত হইল। উল্লিখিত কার্য্য-বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে, পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র কিরূপ দ্রুতবেগে প্রসার লাভ করিতেছে। বর্তমান বঙ্গীয় শতাব্দীর আরম্ভে যে দিন সাহিত্য-পরিষদের জীবনের সূচনা হয়, সে দিন

পরিষদের সভ্যসংখ্যা অঙ্গুলি-সংখ্যায় গণনীয় ছিল। অদ্য আঠার বৎসর পরে সদস্য-সংখ্যা প্রায় দুই সহস্র দাঁড়াইয়াছে। সেই সদস্য-তালিকার মধ্যে দেশের মান্যগণ্য সকল সম্প্রদায়ের ও সকল শ্রেণীর শীর্ষস্থানীয় মহাজনদিগের নাম দেখা যাইবে। জনসাধারণ সাহিত্য-পরিষৎকে কিরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখেন, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। বোধ হয় ভারতবর্ষের মধ্যে কোন সভারই সভ্যসংখ্যা এত অধিক নহে এবং কোন সভারই কার্য্য-প্রণালী এত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় না। বাঙ্গালা দেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় স্থানীয় লোকের উদ্যোগে পরিষদের শাখা স্থাপিত হওয়ায় পরিষদের আদর্শের প্রতি দেশের শ্রদ্ধা ও প্রীতির আর একটা পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আদর্শে বহু সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে, সমস্ত ভারতবর্ষেই আমাদের পরিষৎ সমাদর লাভ করিয়াছে এবং আমাদের পরিষদের আদর্শে সমগ্র ভারতবর্ষের সমুদয় জাতীয় সাহিত্য অনুপ্রাণিত হইতেছে। সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাহিত্য-সম্মিলন দেশ মধ্যে বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি জাগাইয়া তুলিতেছে এবং সেই আদর্শের অনুসরণে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মনস্বী সুধীগণ প্রাদেশিক সাহিত্যের উন্নতি বিধানার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরামর্শ ও বিবিধ সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ, যাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্কে পরিষদের কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁহারাও সাহিত্য-পরিষদের কর্ম্মে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছেন। নানারূপে তাঁহাদের এই শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের শ্লাঘার বিষয় যে, দূরস্থিত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পণ্ডিত-সমাজেও সাহিত্য-পরিষদের বন্ধুর একেবারে অভাব নাই। সেই দূরদেশে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা আদর লাভ করিতেছে। এই সংবাদ পরিষদের সদস্যগণকে আনন্দ দান করিবে। বিদেশস্থিত এই বন্ধুগণের মধ্যে ইংলণ্ডবাসী শ্রীযুক্ত জে ডি এণ্ডারসন সাহেবের নাম অগ্রগণ্য। তিনি সর্বদা পত্রদ্বারা পরিষদের কর্ম্মে প্রীতিজ্ঞাপন ও উৎসাহ দান করিয়া থাকেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গত বৎসর লণ্ডন রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে (১৯১১ সালের ২য় সংখ্যায়) এক সুদীর্ঘ পত্রে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরিচয় দিয়া পরিষদের প্রতি বিদেশীয় পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই সুযোগে পরিষদ তাঁহার এই অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

...সম্প্রতি আমার শরীর এরূপ অবসন্ন যে, অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের সাহায্য না পাইলে এই বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ উপস্থিত করারই সম্ভাবনা ঘটিত না। আট বৎসর ব্যাপিয়া আমার উপর শ্রদ্ধার্পিত সম্পাদকীয় ভার যথাশক্তি বহন করিয়া অদ্য আমি পরিষদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আমার অক্ষমতা, অবিবেচনা বা অনবকাশ দরুণ যে সকল ত্রুটি ঘটিয়াছে, সানুনয়ে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।...

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির
১৩১৯/১২ই শ্রাবণ

১৩১৯-এ রামেন্দ্রসুন্দর শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। শিরঃপীড়ার জন্য বেশ কিছুদিন তিনি পরিষদে আসতে পারেননি। কিন্তু পরিষদের কাজে পরামর্শ ও উপদেশ দানে বিরত

ছিলেন না। তাঁর পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে ৫ই ভাদ্র ১৩২১-এ পরিষৎ রামেন্দ্রসুন্দরকে সংবর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এদিন তিনি একটি লিখিত অভিনন্দনপত্র পাঠ করেছিলেন। ১৩২২-এর *সাহিত্য-পরিষৎ পঞ্জিকা*-য় মুদ্রিত ভাষণের একটি অংশে আছে—

> তুমি একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং সাহিত্যসেবী। অতএব বিজ্ঞান দর্শন ও সাহিত্যের ত্রিধারা তোমাতে সংযুক্ত হইয়া তোমার হৃদয় ক্ষেত্রকে পুণ্য প্রয়াগে পরিণত করিয়াছে।
>
> বিশেষতঃ তুমি গত বিংশতি বর্ষাধিককাল যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম, অদম্য উৎসাহ ও ঐকান্তিক অধ্যবসায় সহকারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিয়াছ, তাহাতে পরিষৎ তোমার নিকট চিরদিন ঋণী ও কৃতজ্ঞ থাকিবে।

এই অভিমত বন্ধুপ্রীতির অতিশয়োক্তি নয়, কৃতী ব্যক্তির গুণের যথাযথ মূল্যায়ন। এদিন পরিষদের পক্ষ হইতে একটি সোনার কলম, একটি সোনার পেন্‌সিল, একটি একত্র গ্রথিত কাগজ-কাটা চেয়াড়ি ও ছুরি এবং একটি সোনার দোয়াত রামেন্দ্রসুন্দরকে উপহার দেওয়া হয়। এই উপহার-দ্রব্যগুলির বাক্সের ডালার উপর রূপার পাতে খোদাই করা ছিল— 'রামেন্দ্রসুন্দর, তোমার সুন্দর, সরল, সরস রচনাবলী দ্বারা তোমার মাতৃভাষার সৌন্দর্য্য ও গৌরব বাড়িয়াছে, তোমার সোনার দোয়াত-কলম হউক'। এরপর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামেন্দ্রসুন্দরকে চন্দন দান করে নিজের লেখা নিম্নোক্ত অভিনন্দন-পত্র পাঠ করে শোনান—

> হে মিত্র, পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ করিয়া তুমি তোমার জীবনের ও বঙ্গ-সাহিত্যের মধ্যগগনে আরোহণ করিয়াছ, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।
>
> যখন নবীন ছিলে, তখনই তোমার ললাটে জ্ঞানের শুভ্র মুকুট পরাইয়া বিধাতা তোমাকে বিদ্বৎসমাজে প্রবীণের অধিকার দান করিয়াছিলেন। আজ তুমি যশে ও বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার অমৃতরস চিরসঞ্চিত। অন্তরে তুমি অজর, কীর্ত্তিতে তুমি অমর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।
>
> সর্ব্বজনপ্রিয় তুমি মাধুর্য্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।
>
> পূর্ব্বদিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা স্বদেশের নবপ্রভাতে উদ্বোধন সঞ্চার করিতেছে। জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে চিরদিন তুমি দেশমাতার পূজা করিয়াছ। হে মাতৃভূমির প্রিয় পুত্র, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।
>
> সাহিত্য-পরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্য্যে তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্য্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ। আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।
>
> প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে
> নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে
>
> প্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি, তোমাকে আহান করি, নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি তুমি,

তোমাকে আহ্বান করি। তোমাকে দীর্ঘজীবনে আহ্বান করি, দেশের কল্যাণে আহ্বান করি, বন্ধুজনের হৃদয়াসনে আহ্বান করি।

এই সংবর্ধনায় রামেন্দ্রসুন্দর এতটাই বিহ্বল হয়ে পড়েন যে লিখিত বক্তব্যটি তিনি নিজে পাঠ করতে পারেননি। সেটি পড়ে শোনান রামেন্দ্রসুন্দরের ছোটোভাই দুর্গাদাস ত্রিবেদী।

১৩২২ থেকে রামেন্দ্রসুন্দর পুনরায় পরিষদের কাজকর্মে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। ১৩২২ বঙ্গাব্দে তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক, ১৩২৩-এ সহকারী সভাপতি এবং ১৩২৪-২৫ বঙ্গাব্দে পত্রিকাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ১৩২৬-এ তাঁকে সভাপতি পদে নির্বাচন করা হয়। তিনি তখন অসুস্থ। সভাপতি পদে ছ-দিন থাকার পরই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

'দি বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার' থেকে সাহিত্য-পরিষৎ রূপে গণ্য হবার পর অর্থাৎ ১৩০১ থেকে ১৩২৫, 'এই কালপর্বে পরিষদের যতকিছু সুকর্ম তা আবর্তিত হয়েছে রামেন্দ্রসুন্দরকে ঘিরে। গ্রন্থাগার, পুথি সংগ্রহ, প্রত্নবস্তু সংগ্রহ, ব্যক্তিগত ভবন থেকে ভাড়াটে বাড়িতে প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে আসা, নিজস্ব ভবন তৈরির জন্য ভূমিভিক্ষা, অর্থভিক্ষা, ভবন নির্মাণ, ...সব কিছুতেই জড়িতে ছিলেন তিনি। তাঁর স্বপ্ন কল্পনা দূরদর্শিতা ও প্রাণপাত পরিশ্রমের ফল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। পরিষৎকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছিলেন তিনি। ...রবীন্দ্রনাথ সঙ্গতভাবেই তাঁকে সম্বোধন করেছিলেন পরিষদের সারথি বলে। সহযোগী, সহকর্মী, উপদেশক, প্রেরণাদাতা ছিলেন অনেকেই। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের বিজয়রথের সারথি ছিলেন তিনি একাই।'[৮] এজন্যই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অপর এক স্তম্ভ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী রামেন্দ্রসুন্দর সম্পর্কে বলেছিলেন– '...যতদিন সাহিত্য পরিষৎ থাকিবে, ততদিন তাঁহাদের আর পৃথক স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিতে হইবে না। সাহিত্য পরিষৎই রামেন্দ্রসুন্দরের জড় মূর্ত্তি।'[৯]

তথ্যসূত্র :

১ রামেন্দ্রবাবু / *সাহিত্য*, ভাদ্র ১৩২৬

২ *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬০

রামেন্দ্রসুন্দর স্মরণগ্রন্থ : ১৫০ বছরে শ্রদ্ধাঞ্জলি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৪২৫, পৃ. ১৩৯

৩ *সাহিত্য*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭, পৃ ৯১

৪ *রামেন্দ্রসুন্দর রচনা সমগ্র*, ১ম খণ্ড, গ্রন্থমেলা, পৃ ২৭৩

৫ *পরিষৎ-পরিচয়*, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪১৫, পৃ ৫

৬ *সাহিত্য পরিষৎ পঞ্জিকা*, ১৩০৯-১১, পৃ ১-২

৭ *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ : সংক্ষিপ্ত পরিচয়* বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ১৪০১, থেকে উদ্ধৃত পৃ ৪-৫

৭ *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ১৩২৬, ১ম সংখ্যা, পৃ ৬৫

৮ ভূমিকা, *রামেন্দ্রসুন্দর স্মরণগ্রন্থ* : ১৫০ বছরে শ্রদ্ধাঞ্জলি, সম্পাদনা রতনকুমার নন্দী ও অশোক উপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৪২৫, পৃ ৫

৯ রামেন্দ্রসুন্দর, প্রাগুক্ত, পৃ ৫১